অবশ্যই গল্পটি পড়া উচিত:

আমি ঠিকানাটিতে পৌছে আমার গাড়ির হর্ন বাজালাম। কয়েক মিনিট পর কোনো সারা না পেয়ে আমি আবার হর্ন বাজালাম। এটি ছিল আমার দিনের শেষ রাইড, তাই আমি ভাবছিলাম চলে যাবো, কিন্তু তার বদলে আমি গাড়ি পার্ক করে দরজায় নক করলাম।

" এক মিনিট," একটি দুর্বল, বয়স্ক কণ্ঠ উত্তর দিলো। কোনো কিছুকে টেনে আনার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।

অনেক্ষন পর দরজাটি খুললো। একটি ছোট-খাটো মহিলা, যার বয়স ৯০ এর আশেপাশে, আমার সামনে দাঁড়ালো, একটি প্রিন্টার জামা পরে এবং মাথায় পিলবক্স টুপি পরে, যার সাথে একটি ঘোমটা আটকানো ছিল। যেন সে ১৯৪০ সালের সিনেমার কোনো চরিত্র।

তার পাশে একটি ছোট নাইলনের সুটকেস ছিল। তার বাসাটি দেখে মনে হচ্ছিলো যেন বছরের পর বছর কেউ এখানে থাকেনি। সব ফার্নিচার চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল, কোনো দেয়ালে কোনো ঘড়ি ছিল না বা কাউন্টারের উপর কোনো জিনিস ছিল না। এক কোনায় একটি বাক্সে ছবি ও কাছের জিনিস ছিল।

" আপনি কি আমার ব্যাগ টা গাড়িতে রাখবেন?" সে জিজ্ঞেস করলো।

আমি সুটকেসটা টা গাড়িতে রাখলাম, তারপর মহিলাটিকে সাহায্য করার জন্য ফিরে আসলাম।. সে আমার হাত ধরলো এবং আমরা আস্তে আস্তে গাড়ির দিকে গেলাম। তাকে সাহায্য করার জন্য সে বারবার আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলো।

"এটা এমন কিছু না," আমি তাকে বললাম। " আমি শুধু চাই আমার যাত্রীদের সাথে এমন ব্যবহার করতে যা আমার মা এর সাথেও করা হবে। "

"আপনি অনেক ভালো একজন মানুষ " সে বললো।

যখন আমরা গাড়িতে পৌছালাম, সে আমাকে একটি ঠিকানা দিলো ও জিজ্ঞেস করলো, " আপনি ডাউনটাউন দিয়ে যেতে পারবেন?"

" এটা সোজা রাস্তা না। " আমি তাড়াতাড়ি বললাম।

" সমস্যা নেই," সে উত্তর দিলো। " দেরি হলে সমস্যা নেই। আমি হসপিস এ যাচ্ছি।"

আমি সামনের আয়নায় তাকালাম। তার চোখ ছলছল করছিলো।

"আমার কেউ নেই।," সে আস্তে বললো. " ডাক্তার বলেছে আমি বেশিদিন বাঁচবো না।"

আমি আস্তে করে মিটারটা বন্ধ করে দিলাম।

" আমি কোন রাস্তা দিয়ে যাবো? " জিজ্ঞেস করলাম।

পরের দুই ঘন্টায়, আমরা শহরে ঘুরে বেড়ালাম। সে আমাকে দেখালো কোথায় সে লিফট অপারেটরের কাজ করেছিল। আমরা একটি পুরোনো এলাকা দিয়ে ঘুরলাম, যেখানে সে তার স্বামীর সাথে বিয়ের পর থাকতো। একটা ফার্নিচারের গুদামের সামনে সে আমাকে দাড়া করালো । গুদামটি একসময় একটি বলরুম ছিল এবং ছোট থাকতে এখানে সে নাচতে আসতো। মাঝে মাঝে কোনো একটি জায়গার সামনে সে আস্তে যেতে বলতো এবং সেদিকে, অন্ধকারের মাঝে, সে নির্বাক তাকিয়ে থাকতো ।

যখন আস্তে আস্তে সূর্য ওঠা শুরু করলো, সে হঠাৎ বললো, " আমি ক্লান্ত, চলুন যাই।"

চুপচাপ আমরা তার দেওয়া ঠিকানায় গেলাম। ভবনটি ছিল নিচু, যার পোর্টিকোর নিচ দিয়ে একটি ড্রাইভওয়ে চলে গেছে

থামার সাথে সাথে দুইজন মানুষ আমাদের গাড়ির কাছে আসলো। তারা ছিল আন্তরিক, মহিলাটিকে তারা নিবিড় ভাবে দেখছিলো। নিশ্চই ওনারা তার অপেক্ষাতেই ছিল। আমি তার সুটকেসটি বের করে রাখলাম। তার মধ্যেই মহিলাটি একটি হুইলচেয়ার এ বসে ছিল।

" আপনি কত পান?" সে পার্স হাতে জিজ্ঞেস করলো।

" কিছুই না।," আমি বললাম।

" আপনার তো টিকে থাকা লাগবে।," সে বললো।

" আরো যাত্রী আছে।," আমি উত্তরে বললাম।

কিছু না ভেবেই, আমি নিচু হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। সে আমাকে শক্ত করে ধরে রাখলো।

"আপনি একটি বুড়ো মহিলাকে কিছু আনন্দের মুহূর্ত দিয়েছেন।," সে বললো "ধন্যবাদ। "

আমি তার হাত ধরলাম, তারপর সকালের হালকা আলোয় বের হয়ে গেলাম। আমার পিছনে একটি দরজা বন্ধ হলো। সেটা ছিল একটি জীবনের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

সেই শিফটে আমি আর কোনো যাত্রী তুললাম না। খালি খালি ঘুরে বেড়ালাম, মাথায় অজস্র চিন্তা নিয়ে। সারাদিন আমার কথা বলতে পারলাম না। কি হতো যদি মহিলাটি একটি রাগি বা ধৈর্যহীন ড্রাইভারের হাতে পড়তো? কি হতো যদি আমি না যেতাম বা একবার হর্ন দিয়েই চলে যেতাম?

ফিরে তাকিয়ে দেখলে, আমার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল এটি। আমাদের বোঝানো হয় যে আমাদের জীবন মানে কিছু দুর্দান্ত, চাকচিক্যময় মূহর্ত। কিন্তু কিছু দুর্দান্ত মূহর্ত আমাদের কাছে নিঃশব্দে আসে, ছোট ছোট ঘটনায় সুন্দর করে পেঁচানো, অন্যরা যেটাকে ছোট ভাবতে পারে।

মানুষ হয়তোবা মনে রাখেনা, আপনি কি বলেছিলেন বা কি করেছিলেন কিন্তু আপনার সাথে সময় কাটিয়ে তাদের কেমন লেগেছিলো, মানুষ তা সারা জীবন মনে রাখে।

এই সুন্দর গল্পটিতে নিচে এটাকে ফরওয়ার্ড করার একটি অনুরোধ ছিল কিন্তু আমি সেটি মুছে দিয়েছি কারণ আপনি যদি গল্পটি পরে থাকেন আপনাকে বলা লাগবে না। আপনি নিজেই করবেন।

জীবন হয়তোবা সেই পার্টি বা অনুষ্ঠান নয় যা আমরা আশা করেছিলাম, কিন্তু যতক্ষণ এখানে আছি, আমরা নেচে যেতে পারি।

<u>নোটা বেনে:</u> আমিও Manhattan, the Big Apple রাস্তায় লিমুজিন নাইট শিফট এ চালাতাম। আমি বেশিরভাগ সময় মিডিয়া এবং টিনসেল শহরের সেলিব্রিটিদের রাইড দিয়েছি এবং এর মধ্যে একজন ছিলেন রবার্ট ডি নিরো যাকে আমি ট্রিবেকা এলাকায় তার বাসভবন থেকে তুলেছিলাম।

একইভাবে, আমার শিফটও সেদিন ভোরের দিকে শেষ হয়েছিল যখন সূর্য পূর্ব দিগন্তে মাত্র উঠতে শুরু করেছিল।

প্রাইভেসি রক্ষার জন্য, আমি বিশদ ভাবে কিছু বলিনি কিন্তু এই অভিজ্ঞতাটি ছিল অন্যরকম।

(মূল গল্পকারকের কাছ থেকে সংগৃহিত এবং তাকে ধন্যবাদ দিয়ে শেয়ার করা। আমি আক্ষরিক অর্থেই অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং এটি আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে।)